*মূল শব্দাবলীঃ*
*আদব-কায়দা*
*চরিত্র*
*খুশী/আনন্দ*
*মূল্যবোধ*

# Majlis Ugama Islam Singapura
# Friday Sermon
# 3 April 2026 / 14 Syawal 1447H
# ইসলামে আনন্দ উৎসব পালনের আদব-কায়দা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ، اتَّقُوا اللّٰهَ. قَالَ تَعَالَى فِي التَّنْزِيلِ: قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

**হে যুমমরাতুল মুমিনিন রাহিমাকুমুল্লাহ,**

আসুন আমরা সত্যিকারের সচেতনতার সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করি। তাঁর সকল আদেশ মেনে চলি এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকি। আমাদের কাজ ও চরিত্রের মাধ্যমে যেন এই তাকওয়ার প্রকাশ ঘটে। এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম জীবন এবং তাঁর দৃষ্টিতে আরও উত্তম পরিণতি দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল 'আলামীন।

**প্রিয় বরকতময় সুধী,**

আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এখন শাওয়াল মাসের মধ্যভাগে অবস্থান করছি। এটি এমন একটি মাস যা বিজয়, কৃতজ্ঞতা এবং আনন্দের প্রতীক। আমাদের সমাজে এ মাসকে ব্যবহার করে পারস্পরিক সম্পর্ক মেরামত ও দৃঢ় করা, পাশাপাশি আনন্দ ও সহমর্মিতা ছড়িয়ে দেওয়া একটি প্রচলিত ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এই মহৎ চর্চাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নাহর ধারাবাহিকতা হিসেবেও দেখা যায়, কারণ তিনি আমাদেরকে উৎসবের দিনগুলোতে আনন্দ প্রকাশ করতে শিক্ষা দিয়েছেন।

নিশ্চয়ই, প্রিয় ভাইয়েরা, সুখ ও আনন্দ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অংশ এবং একজন মুমিনের জন্য এটি সুন্নাহ—বিশেষত যখন সে আল্লাহর নিয়ামত লাভ করে। এই ভিত্তিতেই আল্লাহ আমাদেরকে আনন্দিত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন সূরা ইউনুসের ৫৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, যা খুতবায় পূর্বে তিলাওয়াত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো—

“বলুন, (হে মুহাম্মদ), ‘আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমতের জন্যই তারা আনন্দিত হোক। এটি তাদের সঞ্চিত ধন-সম্পদের চেয়েও উত্তম।’”

**প্রিয় ভাইয়েরা,**

ইসলামের শিক্ষা কতই না সুন্দর, যা জীবনের প্রতিটি দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। উপযুক্ত সময়ে আনন্দ প্রকাশ করতে আমাদের উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে আনন্দের মুহূর্তেও কিছু শিষ্টাচার বা আদব-কায়দা রয়েছে, যা পালন করা জরুরি। আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে আনন্দকে তিন প্রকারে ভাগ করা যায়: প্রশংসনীয় আনন্দ, বৈধ আনন্দ এবং নিন্দনীয় আনন্দ।

**প্রশংসনীয় আনন্দ** হলো একজন মুমিনের সেই কৃতজ্ঞতা, যা সে ঈমানের নিয়ামত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হিদায়াতের জন্য অনুভব করে; পাশাপাশি আনুগত্যের কাজ করার সুযোগ, ইবাদত আদায়

করা এবং সৎকর্ম করার সুযোগ পাওয়ার জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যে আনন্দ মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টির আরও নিকটবর্তী করে—সেই আনন্দই প্রশংসনীয় আনন্দ।

অন্যদিকে **বৈধ আনন্দ** হলো সেই আনন্দ, যা মানুষ আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত ও স্বস্তি লাভের সময় অনুভব করে। যেমন এই সময়ে আমরা জীবিত থাকা ও সুস্থ থাকার নিয়ামত পেয়ে আনন্দিত হই, যার ফলে আমরা আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে ও সম্পর্ক নবায়ন করতে পারি। যখন এর সাথে কৃতজ্ঞতা যুক্ত হয়, তখন এটিও প্রশংসনীয় আনন্দে পরিণত হয়।

আর **নিন্দনীয় আনন্দ** হলো সেই আনন্দ, যা মানুষকে গাফিলতির দিকে নিয়ে যায়। এটি তখন ঘটে যখন কেউ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে অতিরিক্ত মগ্ন হয়ে পড়ে এবং তার আচরণ আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে দূরে সরে যায়। এর মধ্যে এমনভাবে আনন্দ উদযাপন করাও অন্তর্ভুক্ত, যা ধর্মীয় সীমা অতিক্রম করে—বিশেষত রমযান ও শাওয়ালের মতো পবিত্র ইসলামী মাসগুলোতে।

**প্রিয় ভাইয়েরা,**

এই উপলব্ধি থেকে আসুন আমরা চিন্তা করি: যখন আমরা কোনো নিয়ামত লাভ করি, তখন আমরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাই? আমরা কি উত্তম চরিত্র বজায় রাখি, নাকি এমন আনন্দে ভেসে যাই যা আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়?

শাওয়ালের আনন্দঘন পরিবেশে চলার পথে আমি তিনটি ধর্মীয় নির্দেশনা তুলে ধরতে চাই—

**প্রথম: আনন্দে সংযম বজায় রাখা**

আমরা যখন আনন্দিত হই, তখন তা যেন কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে সংযমের সাথে প্রকাশ পায়। আমাদের সামর্থ্যের বাইরে খরচ করা থেকে বিরত থাকতে হবে—চাই তা খাবার, পোশাক বা সাজসজ্জার ক্ষেত্রেই হোক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আল-আ'রাফের ৩১ নম্বর আয়াতে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন—

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

অর্থঃ "**তোমরা খাও ও পান কর, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।**"

একই কথা বিনোদনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইসলাম আনন্দ-বিনোদনকে অনুমতি দেয়, তবে তা সঠিক সীমা ও শিষ্টাচারের মধ্যে থাকতে হবে। **প্রিয় ভাইয়েরা,** আমাদের নিজেদের বা আমাদের পরিবারকে এমন ধরনের বিনোদনের সাথে অভ্যস্ত হতে দেওয়া উচিত নয়, যা আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিপন্থী। আজকাল বিভিন্ন ধরনের বিনোদন সহজেই অনলাইনে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কিছু উপকারী হলেও অনেকগুলোতে শালীনতা ও শিষ্টাচারের অভাব রয়েছে, যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়—বিশেষ করে রমযান ও শাওয়ালের মতো বরকতময় মাসগুলোতে।

আমরা মনে রাখি: কেউ কেউ ঈদকে শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবে মনে করলেও বাস্তবে এটি একটি ধর্মভিত্তিক আনন্দের দিন। তাই আমরা যেন উদযাপনের ক্ষেত্রে আমাদের ধর্মের নির্দেশনাকে উপেক্ষা না করি।

**দ্বিতীয়: চরিত্র ও শিষ্টাচার বজায় রাখা**

এর মধ্যে রয়েছে আমাদের কথা-বার্তা, আচরণ ও পোশাক। যখন আমরা একে অপরের বাড়িতে যাই, তখন সদয়ভাবে কথা বলি এবং এমন আলোচনা এড়িয়ে চলি যা অন্যকে কষ্ট দিতে পারে। ছোটদের বড়দের প্রতি এবং বড়দের ছোটদের প্রতি পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। পোশাকে শালীনতা বজায় রাখা এবং দৃষ্টি সংযত রাখা জরুরি। এর মাধ্যমে আমরা নিজেদের মর্যাদা এবং অন্যদের মর্যাদা রক্ষা করি।

**তৃতীয়: আধ্যাত্মিক অঙ্গীকার বজায় রাখা**

প্রিয় ভাইয়েরা, এই উৎসবমুখর সময়ে আনন্দ করার পাশাপাশি আমরা যেন ভুলে না যাই যে শাওয়াল মাস আমাদের ইবাদত অব্যাহত রাখার একটি সুযোগও বটে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই মাসে ছয় দিন রোজা রাখার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। সৎকর্ম অব্যাহত রাখার এই চেতনা অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত—যেমন আল্লাহর জিকির করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, দান-সদকা করা এবং ঈদের ব্যস্ততার মধ্যেও যথাসময়ে নামাজ কায়েম করা।

**প্রিয় ভাইয়েরা,**

আসুন আমরা রমযান মাসে যে মূল্যবোধ ও উত্তম চরিত্র গড়ে তুলেছিলাম, তা অব্যাহত রাখি। রমযান হয়তো শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আল্লাহর রহমত এখনো অবারিত, এবং ফেরেশতারা আমাদের সকল আমল ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এখনো লিপিবদ্ধ করে চলেছেন।

অতএব, আসুন আমরা শাওয়াল মাসকে এমন একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করি, যার মাধ্যমে আমরা ইহসানের কাজ আরও বিস্তৃত করতে পারি এবং আমাদের সওয়াব বৃদ্ধি করতে পারি—যা আমাদের দ্বীন শেখানো শিষ্টাচার ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের, আমাদের পরিবার এবং সমগ্র সমাজকে বরকত দান করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল 'আলামীন।

**أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.**

## Second Sermon

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُم وَالْأَمْوَاتِ. اَللّٰهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللّٰهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّةَ وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللّٰهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللّٰهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلَامَ وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ

وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرونَ، فَاذْكُروا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُروهُ عَلى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.